# লোন রিভিউ পলিসি

## সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

**SONALI BANK LIMITED**

**ডিসেম্বর-২০১৩**

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ০১. | লোন রিভিউ এর গুরুত্ব | ০২ |
| ০২. | লোন রিভিউ পলিসির উদ্দেশ্য | ০২ |
| ০৩. | লোন রিভিউ পলিসির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক | ০৩ |
| ০৪. | সার্বিক লোন পোর্টফোলিও সম্পর্কে মতামত | ০৪ |
| ০৫. | নন-পারফরমিং লোন চিহ্নিতকরণ | ০৪ |
| ০৬. | গুণগত পরিমাপক | ০৫ |
| ০৭. | বস্তুগত পরিমাপক | ০৬ |
| ০৮. | শ্রেণীমান নির্ণয়ে ছক | ০৭ |
| ০৯. | স্বেচ্ছা খেলাপী চিহ্নিতকরণ | ০৭ |
| ১০. | ঋণ ও জামানত সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সম্পাদন | ০৮ |
| ১১. | মন্দ/কু মানে শ্রেণীবিন্যাস রোধের উপায় | ০৯ |
| ১২. | ঋণ সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের ব্যত্যয় চিহ্নিতকরণ | ০৯ |
| ১৩. | বিদ্যমান ও প্রচলিত ঋণ ও অগ্রিম নীতিমালা পরিপালন | ১০ |
| ১৪. | লোন রিভিউ কর্মকর্তাদেরকে চিহ্নিতকরণ | ১০ |
| ১৫. | ঋণ মানের কেন্দ্রীভূতকরণ প্রবণতা | ১০ |
| ১৬. | ব্লক/পুনঃতফসীল/পুনঃবিন্যাসকৃত ঋণ ব্যবস্থাপনা | ১১ |
| ১৭. | শাখার লোন রিভিউ অফিসারের করণীয় | ১১ |
| ১৮. | লোন রিভিউ পলিসির বাস্তবায়ন/পরিপালন | ১১ |
| ১৮. | লোন রিভিউ পলিসি পর্যালোচনা | ১২ |

## ভূমিকা ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ ব্যাংক বহুমুখী ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে আমানত সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমানতকারীগণ যেমন ব্যাংকের উপর আস্থা রেখে তাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখেন। তেমনি ব্যাংকও ঋণগ্রহিতার উপর অনুরূপ আস্থা রেখে ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ কার্যক্রম থেকেই ব্যাংকের আয়ের সিংহ ভাগ অর্জিত হয়ে থাকে। যে কারণে যথাযথ সতর্কতার সাথে ঋণ প্রদান করা না হলে ব্যাংক কাংখিত আয় অর্জন থেকে বঞ্চিত হতে পারে। ফলশ্রুতিতে ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিকেও বিপর্যস্ত করতে পারে।

এ জন্য ব্যাংকিং ব্যবসায়ে ঋণ কার্যক্রমকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। শুধু ঋণ প্রদান করলেই তা থেকে নিয়মিতভাবে আয়/মুনাফা অর্জিত হবে এমনটি নয়। ব্যাংকের সকল ঋণ যথাসময়ে মুনাফাসহ ফেরত আসে না। নানা কারণে প্রদত্ত ঋণ যথাসময়ে আদায়/সমন্বয় না হওয়ায় ব্যাংকের মুনাফা অর্জন ও পুনঅর্থায়ন কার্যক্রম ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। তাই বিনিয়োগকৃত অর্থ মুনাফাসহ ফেরত আসার মাধ্যমে পুনঃ অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। এ জন্য ব্যাংকের সমস্যাযুক্ত ঋণ চিহ্নিত ও ক্যাটাগরাইজ করার লক্ষ্যে ব্যাংকে একটি পূর্ণাংগ ও প্রয়োগযোগ্য লোন রিভিউ পলিসি (Loan Reiview Policy) থাকা আবশ্যক। তাছাড়া লোন রিভিউ পলিসি প্রণয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সর্বশেষ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকেও সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে।

প্রতিটি ঋণের সাথে ঝুঁকি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই একটি পূর্ণাংগ ও কার্যকর পলিসি ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্যাংক সুষ্ঠু লোন পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা (Loan Portfolio Management) পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে দক্ষ লোন পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার (Tools) হলো লোন রিভিউ।

ঋণ বিতরণের পর থেকে পরিকল্পিত উপায়ে প্রতিটি ঋণ হিসাবের তদারকি, যথাযথ মনিটরিং, বিদ্যমান ও সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্যাংকে সুনির্দিষ্ট ও একীভূত নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন। কোন ঋণ হিসাবে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই ব্যাংকের পক্ষ থেকে তা চিহ্নিত করা কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিকার করা বা সে লক্ষ্যে পরামর্শ দেয়া না গেলে তা ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করবে। এমন পরিস্থিতিতে ঋণ হিসাবকে চালু রাখা কিংবা পুনরুজ্জীবিত করা দূরূহ হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিবে। সমস্যার সমাধান করা না গেলে ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের সার্বিক লোন পোর্টফোলিও অনড় অবস্থার দিকে ধাবিত হবে এবং ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি দূর্বল হয়ে পড়বে।

যে সকল ঋণ মানের দিক থেকে অবনমনের সম্ভাবনা অত্যাসন্ন সে ঋণের ক্ষেত্রে শাখাকে অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বসহকারে তদারকি, নিবিড় মনিটরিং ও ফলোআপ করতে হবে। এ জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় থেকে প্রদত্ত পরামর্শ/নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের বিদ্যমান জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো, ক্রেডিট পলিসি, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পলিসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MOU) এর আলোকে ব্যাংকের জন্য একটি লোন রিভিউ পলিসি প্রণয়ন করা হল।

## ১.০০ ঃ লোন রিভিউ এর গুরুত্ব (Importance of Loan Review) ঃ

ব্যাংকের আয়ের সিংহ ভাগই অর্জিত হয় ঋণ ও অগ্রিম থেকে। কিন্তু প্রতিটি ঋণের সাথেই ঝুঁকি জড়িত থাকে। ব্যাংক এ ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমেই ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ/নিরসন/এড়ানোর জন্য কার্যকরী লোন পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এর কোন বিকল্প নেই। তাই ঋণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংকের ঋণ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঋণের সাথে জড়িত ঝুঁকির প্রকৃতি ও স্তর (Level) সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ ঝুঁকি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে লোন রিভিউ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর হাতিয়ার। লোন রিভিউ ব্যাংকের সামগ্রিক লোন পোর্টফোলিওর গুণগত মান নির্ধারণে সহায়ক। লোন রিভিউ কালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় ঃ

- ঋণ পরিশোধের ঝুঁকিসহ প্রতিটি ঋণের মূল্যায়ন;
- বিদ্যমান ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার এর যথাযথ পরিপালন হচ্ছে কিনা তা যাচাই;
- ঋণ দলিলাদি সম্পাদনে ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপন ও তা সংশোধনপূর্বক সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান;
- ঋণ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির গ্রেড ও তার সঠিকতা মূল্যায়ন;

একটি বিস্তারিত ও নির্ভুল লোন রিভিউ পলিসি ও তার সঠিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও পরিচালনা পর্ষদকে ব্যাংকের সার্বিক লোন পোর্টফোলিও সম্পর্কে বিশদ ও হালনাগাদ অবস্থা অবহিত করবে যার ভিত্তিতে পর্ষদ লোন পোর্টফোলিও এর সমস্যাসমূহ নিরসনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

## ২.০০ ঃ লোন রিভিউ পলিসির উদ্দেশ্য (Objectives of Loan Review Policy) ঃ

লোন রিভিউ পলিসির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের ঋণ মান সমুন্নত রাখা সম্ভব হবে। ঋণ ও অগ্রিমের মান উন্নয়ন ও সমুন্নত রাখার পাশাপাশি ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি পরিহার বা ঝুঁকির মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে সীমিত রাখার মাধ্যমে ব্যাংকের কাংখিত আয় অর্জন নিশ্চিত করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে আলোচ্য **লোন রিভিউ পলিসি প্রণয়ন করা হল ঃ**

(ক) শাখার অশ্রেণীকৃত ও শ্রেণীকৃত সকল ঋণ রিভিউ করা;
(খ) শ্রেণীকৃত ঋণ চিহ্নিত করা তাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা;
(গ) অশ্রেণীকৃত ঋণের মধ্যে যে সকল ঋণ সহসাই সমস্যাযুক্ত ও নন-পারফরমিং ঋণে রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে সে সব ঋণ যথাশীঘ্র চিহ্নিত ও আলাদা করা এবং সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
(ঘ) যে সকল ঋণে ইতোমধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সে সকল ঋণ প্রধান কার্যালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে পারফরমিং লোনে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ঋণের যথাযথ তদারকি, নিয়মিত মনিটরিং ও ফলোআপের সার্বিক কালচার সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের Mind set পরিবর্তন;

(চ) বিতরণকৃত ঋণের অর্থ নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ব্যাংকে ফেরত আনা, ঋণ ক্ষতি (Loan Loss) হ্রাস/এড়ানো এবং সম্পদের গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করা;

(ছ) ব্যাংকের লোন পোর্টফোলিওর মধ্যে সমস্যাযুক্ত ও নন-পারফরমিং লোনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ও পর্ষদকে অবহিত করা;

(জ) সমস্যাযুক্ত বৃহদাংক ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তথা পর্ষদের গোচরীভূত করে সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা/পরামর্শ গ্রহণ।

(ঝ) সর্বোপরি ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের কর্মকর্তাকে লোন রিভিউ এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন, সমস্যাযুক্ত ও ভবিষ্যতে সমস্যাযুক্ত হয়ে পড়তে পারে এমন ঋণ সহজে চিহ্নিতকরণ এবং সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থাপনায় সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ;

তবে কেবলমাত্র লোন রিভিউ করে ঋণ থেকে আয় অর্জন সুনিশ্চিত করলেই চলবে না এজন্য সর্বাগ্রে অবশ্যই ভাল ও গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। তবেই লোন রিভিউ এর মাধ্যমে ঋণ মানের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে।

## ৩.০০ঃ লোন রিভিউ পলিসির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক **(Key Aspects of Loan Review Policy) ঃ**

### ৩.০১ ঃ লোন রিভিউ এর আওতা ও ব্যাপ্তি ঃ

ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল শাখা। শাখা থেকে সর্বপ্রথম ঋণগ্রহিতা নির্বাচন, আবেদন গ্রহণ, ঋণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী মঞ্জুরী/অনুমোদন করা হয়। আবার শাখার ক্ষমতা বহির্ভূত ঋণ প্রস্তাব সুপারিশসহ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। অতঃপর মঞ্জুরী উত্তর ডকুমেন্টেশন এবং তা সংরক্ষণ, ঋণ বিতরণ, তদারকি, মনিটরিং ও আদায়, ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম শাখা কর্তৃক সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ঋণ হিসাব ভিত্তিক যাবতীয় তথ্যও শাখায় সংরক্ষণ করা হয়। তাই লোন রিভিউ কার্যক্রম পূর্ণাংগরূপে বাস্তবায়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শাখার উপরই বর্তায়। এ জন্য শাখার অশ্রেণীকৃত ও শ্রেণীকৃত সকল ঋণ মাসিক ভিত্তিতে রিভিউ করতে হবে। লোন রিভিউ এর প্যারামিটার নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর এসআরও;
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-বিধান;
গ) ব্যাংক বুক অব ইনস্ট্রাকশনস (বিবিআই)
ঘ) ব্যাংকের বিদ্যমান ক্রেডিট পলিসি;
ঙ) ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পলিসি;
চ) ডেলিগেশন অব বিজনেস ডিসক্রিশনারী পাওয়ার;
ছ) সিআরজি গাইডলাইন্স;

জ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্রেডিট রেটিং;
ঝ) সিআইবি রিপোর্ট;
ঞ) দায়-দেনা সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র ও গোপনীয় মতামত;
ট) ঋণ ও মর্গেজ সংক্রান্ত দলিলাদি সম্পাদন সম্পর্কিত বিধি-বিধান
ঠ) সহায়ক জামানতের মালিকানা যাচাই সংক্রান্ত নির্দেশনা;
ড) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউসিপি ও অন্যান্য বিধি-বিধান;
ঢ) বিভিন্ন ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিদ্যমান ঋণ নিয়মাচার ও নীতিমালা;
ণ) প্রয়োজনীয় ঋণ দলিলাদি যথাযথভাবে প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
ত) গ্রীন ব্যাংকিং পলিসি;

* তবে শর্ট টার্ম কৃষি ও মাইক্রো ক্রেডিট লোন রিভিউ এর আওতা বহির্ভূত থাকবে।

**৩.০২ ঃ শাখার সার্বিক লোন পোর্টফোলিও সম্পর্কে মতামত ঃ**

এ পর্যায়ে শাখার সকল ঋণকে গুণগত মানের ভিত্তিতে ক্যাটাগরাইজ করে পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। যেমন ঃ স্ট্যান্ডার্ড, এসএমএ, এসএস, ডিএফ ও বিএল এর পরিমাণ কত তা নিরূপন করতে হবে। তদপ্রেক্ষিতে শাখার সার্বিক লোন পোর্টফোলিওর গুণগত মান ও পরিমাণ সম্পর্কে মতামত প্রদান করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট মাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট করতে হবে। পরবর্তীতে পূর্বে প্রণীত রিপোর্টে প্রদর্শিত তথ্যে কোন পরিবর্তন অর্থাৎ ঋণ মানের নেগেটিভ শিফটিং হয়ে থাকলে তাও রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। শাখা প্রধান কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা লোন রিভিউ এর দায়িত্ব পালন করবেন।

**৩.০৩ ঃ নন-পারফরমিং ঋণ হিসাব চিহ্নিতকরণ ঃ**

লোন রিভিউ এর এ পর্যায়ে শাখার সকল নন-পারফরমিং ঋণ হিসাব মাসিক ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর ঋণ মান অনুযায়ী (এসএমএ, এসএস, ডিএফ, বিএল) ঋণগ্রহিতা ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। ঋণের খাত, শ্রেণী মান, পরিমাণ ও পরিমাণে হ্রাস/বৃদ্ধি নিরূপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেস টু কেস ভিত্তিতে ঋণের দূর্বলতা চিহ্নিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণীয় হবে ঃ

* ঋণ হিসাব/লেনদেন পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করতে হবে।
* টার্ম লোন এর ক্ষেত্রে ওভারডিউ কিস্তি নিয়মিত কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।

৩.০৩.০১ঃ এ ছাড়া, বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪ তারিখ-সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১২ অনুযায়ী Qualitative Judgment ও Objective Criteria ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে ঋণ মান নির্ধারণ করতে হবে ঃ

**৩.০৩.০২ (ক) গুণগত পরিমাপক ঃ**

**গুণগত পরিমাপকের ভিত্তিতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ঃ**

## ১) Special Mention Account (SMA) :

**নিচের কোন একটা দুর্বলতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ও ঋণগ্রহিতা উভয়ের দিক থেকে) থাকলে সে ঋণ হিসাবসমূহকে** Special Mention Account **এর উন্নত মানে শ্রেণীবিন্যাসিত করা যাবে না। যেমন ঃ**

- ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণ নীতিমালা/নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান না করা;
- পর্যাপ্ত এবং বলবৎযোগ্য দলিলাদি সম্পাদন ও সংরক্ষণে ব্যর্থতা কিংবা সহায়ক জামানতের উপর দুর্বল নিয়ন্ত্রণ;
- ঋণ হিসাবে গত বছর মাঝে মধ্যে সীমাতিরিক্ত উত্তোলন গ্রহণ করা;
- গড় পড়তার নীচে (Below Average) বা ক্রমহ্রাসমান (Declining) মুনাফা যোগ্যতা;
- অপর্যাপ্ত গ্রহণযোগ্য তারল্য;
- কৌশলগত পরিকল্পনায় ত্রট্টটি/সমস্যা;

## ২) Sub-Standard (SS) :

**নিচের কোন একটা দুর্বলতা (ঋণগ্রহিতার দিক থেকে) থাকলে সে ঋণ হিসাবসমূহকে** Sub-Standard **এর উন্নত মানে শ্রেণীবিন্যাসিত করা যাবে না। যেমন ঃ**

- পুনঃ পুনঃ সীমাতিরিক্ত উত্তোলন;
- কম/নিম্ন একাউন্ট টার্ণওভার;
- প্রতিযোগিতামূলক জটিলতা;
- স্পর্শকাতর শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়া;
- অত্যন্ত কম মুনাফা যোগ্যতা, যা ক্রমহ্রাসমান;
- অপর্যাপ্ত তারল্য; পরিশোধিত আসল ও সুদের তুলনায় কম ক্যাশ ফ্লো;
- দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবস্থাপনার সততার (Integrity) বিষয়ে সন্দেহ;
- কর্পোরেট গভর্নেন্সে মতানৈক্য;
- বহিঃ নিরীক্ষার অগ্রহণযোগ্য ত্রট্টটি;
- ঋণ/কিস্তি পরিশোধের জন্য অপর্যাপ্ত প্রাথমিক উৎস;
- ঋণগ্রহিতার নেট ওয়ার্থ, মুনাফা যোগ্যতা, তারল্য ও ক্যাশ ফ্লো ইত্যাদি (যা ব্যাংকের ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয়) যথাযথ ডকুমেন্ট ছাড়া অর্জন করা কিংবা প্রাপ্ত দলিলাদির যথার্থতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা;

## ৩) Doubtful (DF) :

**নিচের কোন একটা দুর্বলতা (ঋণগ্রহিতার দিক থেকে) বিদ্যমান থাকলে সে ঋণ হিসাবকে** Doubtful **এর উন্নত মানে শ্রেণীবিন্যাসিত করা যাবে না। যেমন ঃ**

- স্থায়ী সীমাতিরিক্ত উত্তোলন;
- সংশ্লিষ্ট শিল্পে কম গড় আয় নিয়ে অবস্থান বা বিদ্যমান মার্কেট হারানো;
- জটিল প্রতিযোগিতামূলক সমস্যা;
- প্রধান পণ্যের বাজার হারানো;
- তারল্যহীনতা ও পরিচালনগত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া;
- প্রয়োজনীয় সুদ ব্যয়ের চেয়ে কম ক্যাশ ফ্লো;
- অত্যন্ত দুর্বল ব্যবস্থাপনা;
- অসহযোগিতামূলক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতানৈক্য এবং ব্যবস্থাপনার সততা ও স্বচ্ছতার বিষয়ে সন্দেহ থাকা;
- মালিকানার যথার্থতার বিষয়ে সন্দেহ;
- প্রণীত আর্থিক বিবরণীর উপর প্রকট আস্থাহীনতা;

## ৪) Bad/Loss (BL):

**নিচের কোন একটা দুর্বলতা (ঋণগ্রহিতার দিক থেকে) থাকলে সে ঋণ হিসাবকে** Bad/Loss **এর উন্নত মানে শ্রেণীবিন্যাসিত করা যাবে না। যেমন ঃ**

- পরিচালনগত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ঋণগ্রহিতা কর্তৃক নতুন ঋণের অবেদন করা;
- সংশ্লিষ্ট শিল্পে ঋণগ্রহিতাকে খুজে না পাওয়া;
- মুনাফা অর্জনের দিক থেকে শিল্পে সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকা;
- অপ্রচলিত প্রযুক্তির ব্যবহার ও খুব বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া;
- উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম ক্যাশ ফ্লো;
- অবসায়ন (Liquidation) ব্যতিত ঋণ পরিশোধে অন্য কোন উপায় না থাকা;
- মানি লন্ডারিং, জাল-জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাৎ ও অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যক্রম বিদ্যমান থাকা;

**৩.০৩.০৩ (খ) বস্তুগত পরিমাপক ঃ**

**বস্তুগত পরিমাপকের ভিত্তিতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ঃ**

**কখন ঋণ হিসাব ওভারডিউ (Overdue) হিসেবে গণ্য হবে ঃ**

* **কোন চলমান ঋণ** (Continuous Loan) **নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা ব্যাংক কর্তৃক দাবী করার পর পরিশোধিত/নবায়িত না হলে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের পরের দিন হতে ওভারডিউ হিসেবে গণ্য হবে।**

* **কোন তলবী ঋণ** (Demand Loan) **নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা ব্যাংক কর্তৃক দাবী করার পর পরিশোধিত না হলে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের পরের দিন হতে ওভারডিউ হিসেবে গণ্য হবে।**

* **নির্দিষ্ট মেয়াদী ঋণের** (Fixed Term Loan) **কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ বিশেষ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে অপরিশোধিত কিস্তি মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের পরের দিন হতে ওভারডিউ হিসেবে গণ্য হবে।**
* **স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও মাইক্রো ক্রেডিট** (Short Term Agricultural and Micro Credit) **নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে মেয়াদপুর্তির তারিখের ০৬ (ছয়) মাস পর হতে ওভারডিউ হিসেবে গণ্য হবে।**
* **এসএমএ ব্যতিত সকল অশ্রেণীকৃত ঋণ স্টান্ডার্ড হিসেবে গণ্য হবে।**
* **স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও মাইক্রো ক্রেডিট ব্যতিত অন্যান্য এসএমএ ও নিম্নমান ঋণ খেলাপী হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিম্নমান ক্যাটাগরির মেয়াদী ঋণ খেলাপী হিসেবে গণ্য হবে না।**

**৩.০৩.০৪ (গ) ঋণের শ্রেণীমাণ নির্ণয়ে নিম্নোক্ত ছক অনুসরণ করতে হবে ঃ**

| ঋণের ধরণ | অশ্রেণীকৃত | | নিম্নমান | সন্দেহজনক | মন্দ/কু |
|---|---|---|---|---|---|
| | স্টান্ডার্ড | এসএমএ | | | |
| চলমান ঋণ | অনুর্দ্ধ ০২ (দুই) মাস পর্যন্ত | ০২ (দুই) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ০৩ (তিন) মাসের কম | ০৩ (তিন) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ০৬ (ছয়) মাসের কম | ০৬ (ছয়) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ০৯ (নয়) মাসের কম | ০৯ (নয়) মাস ও তদুর্দ্ধ |
| তলবী ঋণ | অনুর্দ্ধ ০২ (দুই) মাস পর্যন্ত | ০২ (দুই) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ০৩ (তিন) মাসের কম | ০৩ (তিন) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ০৬ (ছয়) মাসের কম | ০৬ (ছয়) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ০৯ (নয়) মাসের কম | ০৯ (নয়) মাস ও তদুর্দ্ধ |
| মেয়াদী ঋণ (১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) | অনুর্দ্ধ ০২ (দুই) মাস পর্যন্ত | ০২ (দুই) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ০৬ (ছয়) মাসের কম | ওভারডিউ কিস্তির পরিমাণ ০৬ (ছয়) মাসের আদায়যোগ্য কিস্তির সমান বা অধিক হলে সম্পূর্ণ ঋণ | ওভারডিউ কিস্তির পরিমাণ ০৯ (নয়) মাসের আদায়যোগ্য কিস্তির সমান বা অধিক হলে সম্পূর্ণ ঋণ | ওভারডিউ কিস্তির পরিমাণ ১২ (বার) মাসের আদায়যোগ্য কিস্তির সমান বা অধিক হলে সম্পূর্ণ ঋণ |
| মেয়াদী ঋণ (১০.০০ লক্ষ টাকার অধিক) | অনুর্দ্ধ ০২ (দুই) মাস পর্যন্ত | ০২ (দুই) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ০৩ (তিন) মাসের কম | ওভারডিউ কিস্তির পরিমাণ ০৩ (তিন) মাসের আদায়যোগ্য কিস্তির সমান বা অধিক হলে সম্পূর্ণ ঋণ | ওভারডিউ কিস্তির পরিমাণ ০৬ (ছয়) মাসের আদায়যোগ্য কিস্তির সমান বা অধিক হলে সম্পূর্ণ ঋণ | ওভারডিউ কিস্তির পরিমাণ ০৯ (নয়) মাসের আদায়যোগ্য কিস্তির সমান বা অধিক হলে সম্পূর্ণ ঋণ |
| স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও মাইক্রো ক্রেডিট | অনুর্দ্ধ ১২ (বার) মাস | | ১২ (বার) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের কম | ৩৬ (ছত্রিশ) মাস ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ৬০ (ষাট) মাসের কম | ৬০ (ষাট) মাস ও তদুর্দ্ধ |

**৩.০৪ ঃ** স্বেচ্ছা খেলাপী (Delinquent) ঋণগ্রহিতা চিহ্নিতকরণ ঃ

ব্যাংকের লোন পোর্টফলিওতে এমন কোন ঋণগ্রহিতা থাকতে পারে যাদের ব্যবসা/প্রকল্পের উৎপাদন চালু থাকা সত্বেও যথাসময়ে ঋণ/ঋণের কিস্তি পরিশোধে এগিয়ে আসছে না অথবা অনিহা রয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করতে হবে ঃ

ক) ঋণগ্রহিতার ব্যবসা চালু আছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

খ) ঋণগ্রহিতার রেকর্ড পত্র মোতাবেক তার ব্যবসার ক্যাশ ফ্লো, সেলস রেভিনিউ ও মুনাফা কেমন তা যাচাইকরণ;

গ) ঋণের টাকা যথাযথ খাতে বিনিয়োগ হয়েছে কিনা এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ রিসাইক্লিং ভিত্তিতে পুনরায় বিনিয়োগ হচ্ছে কিনা তা যাচাই;

ঘ) ব্যবসাস্থল/গুদামের সংরক্ষিত মজুদ মালামাল (শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল) পর্যাপ্ত কিনা তা মাসিক ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক যাচাই;

ঙ) ঋণগ্রহিতার সকল ব্যবসায়িক লেনদেন সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া;

চ) এ ভাবে স্বেচছা খেলাপী ঋণগ্রহিতাদের চিহ্নিত করে তাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে ঋণ নিয়মিত রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ব্যবস্থা নিতে হবে।

**৩.০৫ ঃ** ঋণ ও জামানত সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সম্পাদন ঃ

মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের পূর্বে প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান ও প্রচলিত নীতিমালা এবং মঞ্জুরী পত্রে বর্ণিত দলিলাদি সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না। স্বাভাবিক পন্থায় ঋণ আদায় সম্ভব না হলে আইনগতঃ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সম্পাদিত দলিলাদি ব্যাংকের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ঋণ ও জামানত সংশ্লিষ্ট দলিলাদির যথার্থতা যাচাইকরণ, ত্রট্টিবিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ এবং ত্রট্টিবিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন করতে হবে। এ সকল দলিল যথাযথভাবে শাখায় সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

**ক)** ঋণ দলিলাদি সম্পাদন ও সংরক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব থাকবে শাখার উপর। ব্যাংক বিধি/মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রতিটি ঋণের ঋণ দলিলাদিতে কোন ত্রট্টি/ঘাটতি আছে কিনা তা নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের রিভিউ কমিটি কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে যাচাই সম্পন্ন করে তাতে কোন ত্রট্টি-বিচ্যুতি/ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের জন্য শাখাকে তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ দিতে হবে এবং সংশোধন নিশ্চিত করতে হবে।

**খ)** ঋণের বিপরীতে গৃহীত সহায়ক জামানতের মূল্যায়ন (তাৎক্ষণিক মূল্য বিবেচনায় রেখে) সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা তা লোন রিভিউ কর্মকর্তা যাচাই করবে।

**গ)** গৃহীত সহায়ক জামানতের মূল্য হ্রাস জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নিকট থেকে হ্রাসকৃত মূল্য কভার করে অতিরিক্ত সহায়ক জামানত নেয়ার পরামর্শ দিবে।

**ঘ)** শাখার Credit Administration Officer সকল ঋণের যাবতীয় দলিল পত্রের Custodial Duty যথাযথভাবে পালন করছে কিনা তা লোন রিভিউ কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে।

ঙ) ব্যাংক বিধি মোতাবেক ঋণের বিপরীতে জামানতবদ্ধ সম্পাদের বীমা করা হয়েছে কিনা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পলিসির নবায়ন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।

চ) প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিত মূল দলিলের পরিবর্তে সার্টিফাইড কপি নিয়ে ঋণ দেয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।

ছ) চার্জ দলিলাদি তামাদি হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।

জ) সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রি অফিস থেকে মূল দলিল যথাসময়ে উত্তোলন করা হয়েছে কিনা।

ঝ) বীমার কভার নোট নেয়া হয়েছে কিনা এবং তা ঋণ নথীতে সংরক্ষিত আছে কিনা।

ঞ) চিহ্নিত নন-পারফর্মিং লোন এর ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান ক্রেডিট পলিসি এর কোন ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে কিনা;

**৩.০৬ ঃ মন্দ/কু মানে** শ্রেণীবিন্যাস রোধের উপায় ঃ

Loan Review কালে শ্রেণীকৃত ঋণের সুদারোপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা হবে যাচাই করতে হবে। এসএস ও ডিএফ মানে শ্রেণীকৃত ঋণের সুদ আরোপ করে শাখার সুদ রিজার্ভ হিসাবে স্থানান্তর এবং বিএল মানে শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাবে সুদ আরোপ স্থগিত করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে।

৩.০৭ ঃ ঋণ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের ব্যত্যয় চিহ্নিতকরণ ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত গাইডলাইনস/রেগুলেশনস ও ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি এবং ঋণের প্রকৃতি অনুযায়ী ঋণ নিয়মাচার/নীতিমালা এর কোন ব্যত্যয় ঘটিয়ে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে এবং কোন্ ঋণের ক্ষেত্রে কি ব্যত্যয় ঘটেছে তা চিহ্নিত করতে হবে। এ বিষয়ে মাসিক ভিত্তিতে Report প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রণীত রিপোর্ট উর্দ্ধতন কার্যালয়ে (আরও/পিও/জিএমও/প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস এন্ড স্ট্যাটিসটিকস্ ডিভিশন-এ প্রেরণ করতে হবে। এমআইএস এন্ড স্ট্যাটিসটিকস্ ডিভিশন এ রিপোর্ট সম্পর্কে যথাশীঘ্র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/পর্ষদকে মূল্যায়ন ও পরবর্তী নির্দেশনার জন্য পেশ করবে। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

**ক)** ঋণ মঞ্জুরী/বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সহায়ক জামানতের মূল্যায়ন ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে যথাযথভাবে ও বাস্তব ভিত্তিক করা হয়েছে কিনা।

**খ)** ঋণ মঞ্জুরী/নবায়ন/বর্ধিতকরণের পূর্বে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদাতার ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা যাচাইকল্পে উভয়ের হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ ও ঋণ প্রস্তাবের সাথে দাখিল করা হয়েছে কিনা।

**গ)** ঋণগ্রহীতার আবেদনপত্র এবং মঞ্জুরী পত্রে ঋণের উদ্দেশ্য এবং ঋণ প্রস্তাবে ঋণগ্রহিতার জাতীয় পরিচয়পত্র, স্থায়ী, বর্তমান ও ব্যবসায়িক ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নং, ই-মেইল এ্যাডড্রেস সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে কিনা।

**ঘ)** বিধি সম্মতভাবে সহায়ক জামানতের উপর চার্জ সৃষ্টি করা আছে কিনা।

**ঙ)** ঋণ প্রদান কালে সহায়ক জামানতের নিরূপিত মূল্য কোন কারণে হ্রাস পেয়েছে কিনা তা সময়ে সময়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা। এ রূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ঘাটতি অংকের অতিরিক্ত জামানত নেয়া হয়েছে কিনা।

চ) অর্পিত ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে কিনা।

ছ) সহায়ক জামানতের মালিকানা, অবস্থান, বিক্রয় যোগ্যতা, হালনাগাদ মূল্য, দখল ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেয়া হয়েছে কিনা।

জ) যথাযথভাবে ঋণের সিআরজি করা হয়েছে কিনা এবং সিআরজি স্কোর গ্রহণযোগ্য কিংবা তদুর্ধ পর্যায়ে থাকা সাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে কিনা।

ঝ) ক্রেডিট রেটিং এর ক্ষেত্রে BBB এর নীচে রেটিংকৃত বা Unrated কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যাংক ১.০০ (এক) কোটি টাকা ও তদুর্ধ অংকের ঋণ মঞ্জুরী/বিতরণ করা হয়েছে কিনা।

ঞ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এপ্রাইজালসহ আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিনা।

ট) Single Borrower এক্সপোজার এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি বিধান পরিপালিত হয়েছে কিনা।

৩.০৮ ঃ বিদ্যমান ও প্রচলিত ঋণ ও অগ্রিম এবং লীজ নীতিমালা/গাইডলাইনস/পরিপালন নিশ্চিতকরণ ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনস ও বিধি-বিধান, ব্যাংকের বিবিআই, বিদ্যমান ক্রেডিট পলিসি ও ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পলিসি, বিদ্যমান অর্পিত ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা ও অন্যান্য ইস্তেহার/ ইস্তেহার পত্র/পরিপত্রের নির্দেশনা এবং বিদ্যমান লিজিং পলিসি অনুসরণ/পরিপালন করে ঋণ মঞ্জুরী/বিতরণ করা হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কি ধরণের ব্যত্যয় ঘটেছে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এতদসংক্রান্ত প্রণীত রিপোর্ট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সহ প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশনে প্রেরণ করতে হবে। এমআইএস এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশন এসব রিপোর্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/পরিচালনা পর্ষদে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পেশ করবে।

৩.০৯ ঃ লোন রিভিউকারী কর্মকর্তাদেরকে চিহ্নিতকরণ ঃ

শাখার সকল লোন রিভিউ করার লক্ষ্যে শাখায় এক বা একাধিক রিভিউ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগকৃত রিভিউ অফিসার এর নাম, পদবী ও কর্মস্থল উর্দ্ধতন কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩.১০ ঃ ঋণ মানের কেন্দ্রীভূতকরণ প্রবণতা ঃ

শ্রেণীকৃত ঋণ মানের ভিত্তিতে ক্যাটাগরাইজ করে কোন ক্যাটাগরিতে (এসএস, ডিএফ, বিএল) কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তা চিহ্নিত করতে হবে। তা ছাড়া কোন খাতের ঋণ কোন বিশেষ শ্রেণীমানে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে। সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঋণের পরিমাণ বিবেচনা করার পাশাপাশি ঋণ হিসাব সংখ্যাও বিবেচনায় আনতে হবে। রিভিউ অফিসার উপরোল্লিখিত ক্রমিক নং ৩.০২ থেকে ৩.০৮ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি এমআইএস এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশনে মাসিক ভিত্তিতে প্রেরণ করবে।

৩.১১ ঃ ব্লক/পুনঃতফসিল/পুনর্বিন্যাসকৃত ঋণ ব্যবস্থাপনা ঃ

লোন রিভিউ কালে শাখার পুনঃতফসিল/পুনর্বিন্যাসকৃত/ব্লক ঋণ চিহ্নিত করতে হবে। এ সকল ঋণ প্রণীত পরিশোধ সূচি অনুযায়ী আদায় হচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। অধিকন্তু এ সকল ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্বিন্যাস/ব্লক অনুমোদন কালে আরোপিত শর্তের ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তাও চিহ্নিত করতে হবে।

৪.০০ ঃ শাখার লোন রিভিউ অফিসারের করণীয় ঃ

ক) শাখার ঋণ মঞ্জুরী, ডকুমেন্টেশন ও বিতরণ কালে ব্যাংকের বিদ্যমান ক্রেডিট পলিসি, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি বিধান ও ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মাচার ও নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ/পরিপালন করা হয়েছে কিনা;

খ) শাখার সার্বিক লোন পোর্টফোলিও এর গুণগত মান (যেমন ঃ স্টান্ডার্ড, এসএমএ, এসএস, ডিএফ ও বিএল) ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ;

গ) ৩নং ক্রমিকের বর্ণনানুযায়ী শ্রেণীকৃত ঋণ চিহ্নিত করণ এবং ঋণের খাত ও মান (যেমন ঃ এসএমএ, এসএস, ডিএফ ও বিএল) সুনির্দিষ্টকরণ;

ঘ) ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং সহায়ক জামানত ও ঋণ দলিলাদি সম্পাদন কালে প্রচলিত নিয়ম কানুনের কোন ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে কিনা;

ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক এসএস ও ডিএফ মানে শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাবে সুদারোপের পর তা শাখার সুদ রিজার্ভ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে কিনা; আবার মন্দ/কু মানে শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাবের সুদারোপ স্থগিত রয়েছে কিনা;

চ) শাখার ঋণ মঞ্জুরী, ডকুমেন্টেশন ও বিতরণ কালে ব্যাংকের বিদ্যমান ক্রেডিট পলিসি, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-বিধান ও ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মাচার ও নীতিমালার কোন ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে কিনা;

ছ) শ্রেণীকরণের কোন মানে ঋণ অধিক কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা চিহ্নিত করা বা কোন ধরণের ঋণ অধিক পরিমাণ শ্রেণীকৃত হয়েছে তা চিহ্নিত করা;

জ) পুনঃতফসিল/পুনর্বিন্যাস/ব্লক ঋণ অনুমোদন কালে নির্ধারিত পরিশোধ সূচি অনুযায়ী ঋণ/কিস্তি আদায় হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করা;

৫.০০ ঃ লোন রিভিউ পলিসির বাস্তবায়ন/পরিপালন ঃ

ক) শাখা প্রধান কর্তৃক নিয়োগকৃত রিভিউ অফিসার শাখার ঋণের রিভিউ মাসিক ভিত্তিতে সম্পন্ন করবে এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট মাসিক ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়সহ উর্দ্ধতন কার্যালয়ে প্রেরণ করবে;

শাখার লোন রিভিউ থেকে প্রাপ্ত তথ্য একীভূত করে প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশন ব্যাংকের সার্বিক লোন পোর্টফোলিও এর মান, পরিমাণ, ইত্যাদি ভিত্তিক রিপোর্ট তৈরী করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পেশ করবে এবং পর্ষদের মূল্যায়ন ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ) ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর লোন রিভিউ পলিসির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করবেন। এরূপ পর্যালোচনাকালে বিদ্যমান পলিসির কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন প্রয়োজন হলে তা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হবে। প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ) পলিসির মূলনীতি অক্ষুন্ন রেখে সমস্যাযুক্ত ঋণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে আরো কোন উন্নততর, পরিশীলিত ও কার্যকর কর্মপন্থার সুপারিশ পাওয়া গেলে তা পর্যালোচনা করে প্রতি বছর আলোচ্য পলিসিতে অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঘ) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত মূল্যায়ন রিপোর্ট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

## ৬.০০ ঃ প্রণীত লোন রিভিউ পলিসি পর্যালোচনা ঃ

প্রণীত লোন রিভিউ পলিসি প্রতি বছর একবার রিভিউ করতে হবে, যা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় ও শ্রেণীবিন্যাস বিভাগ এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

.....

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড